

মসজিদের আঙিনায় নারী শ্রেণিকৃত বাংলাদেশ

সাইয়েদ মাহমুদুল হাসান



সূচিপত্র

কুরআনের বর্ণনায় মসজিদের সাথে নারীর সম্পর্ক	১৫
মসজিদ আবাদের দায়িত্বে নারী	১৭
সম্বোধনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষকে অন্তর্ভুক্তকরণ	২০
কল্যাণকর কাজে নারী পুরুষের সহযোগী	২৫
প্রয়োজনে ঘরের বাইরে নারীসমাজ	২৯
মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় নারী-পুরুষের আচরণবিধি	৩৩
বাইতুল মাকদিসে মরিয়ম (আ.)	৩৫
কাবা চত্বরে হাজেরা (আ.)-এর স্মৃতি	৩৯
বড়ো জুলুমের পরিচয়	৪১
হাদিসের বর্ণনায় মসজিদের সাথে নারীর সম্পর্ক	৪৬
পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে নারীদের অংশগ্রহণ	৪৬
জুমার সালাত ও খুতবায় নারীদের অংশগ্রহণ	৪৯
ঈদের সালাতে নারীদের অংশগ্রহণ	৫৪
জ্ঞানচর্চার মজলিসে নারীদের অংশগ্রহণ	৫৭
ফতোয়া ও ইজতিহাদে নারীদের অংশগ্রহণ	৬২
সামাজিক ও কল্যাণমুখী কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ	৬৭
মসজিদের ইতিকাফে নারীদের অংশগ্রহণ	৭১
নারীর জন্য মসজিদে সালাত ব্যবস্থাপনায় নববি দিকনির্দেশনা	৭৫
ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্বে করণীয়	৭৫
অভিভাবক বা স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করা	৭৫
সুগন্ধি পরিহার করা	৮০
হিজাব ও শালীন পোশাক পরিধান করা	৮২
মসজিদের পথে রাস্তায় করণীয়	৮৪
শালীনভাবে চলাফেরা করা	৮৪
রাস্তার কিনারা দিয়ে যাতায়াত করা	৮৭
মসজিদে প্রবেশের সময় করণীয়	৮৭
নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে প্রবেশ করা	৮৭
মসজিদের ভেতর করণীয়	৮৯
পেছনের সারিতে অবস্থান করা	৮৯

চোখের পর্দা রক্ষা করা	৯১
নারীদের চক্ষু অবনত রাখা	৯১
পুরুষদের চক্ষু অবনত রাখা	৯৩
ইমামের ভুল সংশোধনে হাততালি দেওয়া	৯৫
সালাতে তিলাওয়াত শোনা	৯৬
সন্তানদের নিয়ে মসজিদে যাওয়া	৯৭
মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় করণীয়	৯৯
পুরুষদের আগেই মসজিদ ত্যাগ করা	৯৯
সুন্নাহর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি	১০০
নারীদের মসজিদে সালাত : কিছু প্রশ্ন ও পর্যালোচনা	১০৪
নারীদের মসজিদে যাওয়া নবি যুগের সাথে সীমাবদ্ধ কি না	১০৪
নবীযুগে নারীদের মসজিদে যাওয়া কি শুধুই প্রয়োজনের কারণে অনুমিত	১০৯
উম্মুল মুমিনিন আয়িশা (রা.)-এর নিষেধাজ্ঞা	১১৩
হাদিসের তাখরিজ	১১৪
হাদিসের মাধ্যমে উত্থাপিত প্রশ্ন	১১৫
নারীদের মসজিদ গমনে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ইজমা	১২০
নারীদের নামাজের জন্য উত্তম জায়গা	১২৩
উত্তমের মানদণ্ড বিশ্লেষণ	১২৪
বর্তমান ফিতনার যুগে নারীদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি	১২৭
নারীরা পুরুষদের জন্য ফিতনা	১৩০
ফিতনা শব্দের বিশ্লেষণ	১৩১
ফিতনা শব্দের অপপ্রয়োগ	১৩২
নারীরা কি পুরুষদের জন্য ফিতনা	১৩৫
নারী-পুরুষের যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি	১৩৬
নারীদের মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে হানাফি মাজহাবের অবস্থান	১৩৮
মুতাকাদ্দিন আহনাফদের বক্তব্য	১৩৯
মুতাআখখিরিন আহনাফদের বক্তব্য	১৪২
হানাফি ডিসকোর্সে ফতোয়ার নীতিমালা	১৪২
পরিস্থিতির পরিবর্তনে ফতোয়া পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত	১৪৪
ফতোয়ার ক্ষেত্রে উরফের অবস্থান	১৪৭
আমাদের ফাতোয়াজনিত সংকট	১৪৮
বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীদের অবস্থান বিশ্লেষণ	১৫১
হানাফি মাজহাব কি নারীদের মসজিদে সালাত পড়তে নিষেধ করে	১৫৪
বাংলাদেশের মসজিদ ব্যবস্থাপনা এবং আমাদের নারীসমাজ	১৫৭
বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নারীসমাজ	১৫৭

শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ	১৫৭
কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ	১৬০
নারী কর্মজীবীর শতকরা হার	১৬১
অতীত থেকে বর্তমান	১৬২
নারী ক্ষমতায়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ	১৬২
কতটুকু সময় তারা বাইরে থাকছেন	১৬৩
বাংলাদেশের মসজিদ ব্যবস্থাপনায় নারীসমাজের অবস্থান	১৬৪
বাংলাদেশের মসজিদ ব্যবস্থাপনা	১৬৪
নারীদের মসজিদে প্রবেশের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের অবস্থান	১৬৬
হাইকোর্টে রিট	১৬৬
রিটের বিপরীতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের জবাব	১৬৭
মসজিদে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতার ব্যাপারে নারীসমাজের পর্যালোচনা	১৬৮
মসজিদে মহিলাদের নামাজের ব্যাপারে নারীবাদ ও পুরুষতন্ত্রের মতামত	১৭৩
নারীবাদীদের ভ্রান্তিপূর্ণ অবস্থান	১৭৩
পুরুষদের সালাতে নারীর ইমামতি	১৭৪
পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যবাদী মানসিকতা	১৭৮
পরিবার পরিচালনায় পুরুষতন্ত্র	১৮০
মেয়েদের জোরপূর্বক বিবাহ	১৮৩
পিতার সম্পদ থেকে বোনদের বঞ্চিত করা	১৮৬
নারীদের মসজিদে প্রবেশে বাধাদান	১৮৮
ইসলামের ন্যায়সংগত অবস্থান	১৯০
ইসলাম আদলের কথা বলে; সমতার নয়	১৯১
বিশ্বব্যাপী সমতার আওয়াজ	১৯১
সমতার প্রশ্নে ইসলামের অবস্থান	১৯২
অসম বিধানের কিছু দৃষ্টান্ত	১৯৪
নারী ও পুরুষের মাঝে সৃষ্টিগত ভিন্নতা	১৯৮
ইসলাম আদলের ধর্ম	১৯৯
ইসলামে মধ্যপন্থার রূপ	২০১
নারীদের মসজিদে গমনের ব্যাপারে মধ্যপন্থা	২০৩
সাদুজ জারায়ী নীতিমালার আলোকে বিশ্লেষণ	২০৮
সাদুজ জারায়ী পরিচিতি	২০৮
সাদুজ জারায়ী বাস্তবায়নের নীতিমালা	২১০
নারীদের মসজিদে যাওয়ার বিষয়টি সাদুজ জারায়ীর আলোকে বিশ্লেষণ	২১১
মাসলাহা ও মাফসাদার মাঝে তুলনামূলক বিশ্লেষণ	২১২

বিচ্ছিন্ন ঘটনার হুকুম সবার ওপর প্রযোজ্য হয় না	২১৫
মূলনীতির বাস্তবায়ন হবে সাময়িক, আজীবনের জন্য নয়	২১৭
ফাতহুজ জারায়ির প্রয়োজনীয়তা	২১৯
হালাল বিষয়কে হারাম সাব্যস্ত করার ভয়াবহতা	২২১
কোনো বিষয়কে হারাম সাব্যস্ত করার শরয়ি দৃষ্টিকোণ	২২৪
সামাজিক অসংগতি মোকাবিলায় নবিজির মানহাজ	২২৬
রাসূলের যুগ কি ফিতনামুক্ত	২২৭
রাসূলের যুগে ঘটা নানা অসংগতি	২২৭
সামাজিক অসংগতি মোকাবিলায় রাসূল (সা.)-এর মানহাজ	২৩২
ফিতনা দূরীকরণে ইসলামের মৌলিক নির্দেশনা	২৩৬
যথাসময়ে বিয়ে করা	২৩৭
নারী-পুরুষের যোগাযোগের ক্ষেত্রে নীতিমালা	২৩৮
সামাজিক সংশোধন	২৪১
ইসলামে মুজাহাদার গুরুত্ব	২৪২
মুমিনের ব্যাপারে সুধারণা	২৪৫
তথ্যসূত্র	২৪৭

কুরআনের বর্ণনায় মসজিদের সাথে নারীর সম্পর্ক

নারীদের মসজিদে গমনের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করতে সবাইকে হাদিসের অভিযুক্ত হতে দেখা যায়। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে নবিজির হাদিসসমূহ তারা পক্ষে-বিপক্ষে উল্লেখ করেন। আর এ বিষয়ে কুরআনের সামষ্টিক বয়ান সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন।

সাধারণভাবে কুরআনের বর্ণনায় ইবাদত ও আমলের সম্বোধনে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো তফাত করা হয়নি। কখনো একই শব্দে দুজনকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আবার কখনো ভিন্ন শব্দ উল্লেখ করে নারী ও পুরুষের মাঝে সমতা এনে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। আর কোনো বিধানকে কারও জন্য বিশেষায়িত করার প্রয়োজন হলে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।^১

এরই ধারাবাহিকতায় মসজিদে উপস্থিতির অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানে উভয়ের মাঝে সমতা রক্ষা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন—

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا-

‘মসজিদগুলো কেবল আল্লাহর জন্যই। কাজেই তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে ডেকো না।’^২

মসজিদ প্রসঙ্গে কুরআনের আলোচনায় কেবল আল্লাহর নাম ও মহিমা ধ্বনিত হওয়ার বিষয়টিকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যারা এ নামকে ধ্বনিত করবে, তাদের মাঝে লিঙ্গভিত্তিক কোনো পার্থক্য করা হয়নি। এমনকি আল্লাহর কালামকে বুলন্দ করার ক্ষেত্রে যারা মসজিদ পরিচালনা করবেন, তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার ক্ষেত্রেও কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

মসজিদ তত্ত্বাবধায়কের যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, তা কোনো নারীর কাছে পাওয়া গেলে তিনিও মসজিদ পরিচালনার কাজে সম্পৃক্ত হতে পারেন।

মহান আল্লাহ বলেন—

^১ তানতাজি, মুহাম্মাদ সাইয়েদ, আত-তাফসিরুল ওয়াসিত লিল কুরআনিল কারিম (মিশর : দারুন নাহদাহ), খ. ১, পৃ. ১০৮১

^২ সূরা জিন : ১৮

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ-

‘আল্লাহর মসজিদ আবাদ তো তারাই করবে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারা হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’^৩

আয়াতটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শুধু আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসকেই মসজিদ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে; নারী হওয়াকে নয়। একজন অবিশ্বাসী পুরুষ হলেও মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক থাকতে পারে না। কিন্তু একজন বিশ্বাসী নারী হলেও ইসলাম তাকে মসজিদ পরিচালনায় অবদান রাখার অধিকার দিয়েছে।

মসজিদে অবস্থান এবং এর পরিচালনা থেকে শুরু করে নারীদের জন্য সমাজ পরিচালনার ব্যাপারেও কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক।

তারা সমাজের অসংগতিসমূহ সংশোধনের চেষ্টা করবেন। নারীদের মাঝে সালাত প্রতিষ্ঠার কাজ করবেন। সামাজিক কল্যাণকর কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখবেন। কল্যাণকর প্রতিটি কাজে কুরআন তাদের সৎকর্মশীল পুরুষদের সহযোগী হিসেবে উল্লেখ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন—

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ-

‘ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার নারী পরস্পরের সহযোগী। তারা সৎকাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, সালাত কয়েম করে, জাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তাদের প্রতিই মহান আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, মহাপ্রজ্ঞাবান।’^৪

মসজিদের সাথে নারীদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে কুরআন সামান্য কিছু ইতিবাচক ধারণা দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছে, ব্যাপারটি মোটেও এ রকম নয়; বরং বাস্তব উপলব্ধির জন্য কয়েকজন মহীয়সী নারীর জীবনকে চিত্রায়ণ করেছে।

^৩ সূরা তাওবা : ১৮

^৪ সূরা তাওবা : ৭১

যাদের কেউ আধ্যাত্মিকতা ও আত্মোন্নয়নের উদ্দেশ্যে মসজিদের সাথে নিজেদের জীবন সম্পৃক্ত করেছে। মসজিদে সিজদাকারীদের সাথে সিজদায় এবং রুকুকারীদের সাথে রুকুতে অংশগ্রহণ করেছে। ঈসা (আ.)-এর মা মরিয়ম (আ.) এক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।^৭ মহান আল্লাহ বলেন—

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرُؤُكُمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يَمْرُؤُكُمْ
اَقْنِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ-

‘যখন ফেরেশতারা বলল, হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন এবং পবিত্র করেছেন। আর সারা দুনিয়ার নারীদের থেকে তোমাকে বাছাই করেছেন। হে মরিয়ম! তুমি তোমার রবের অনুগত হও। আর সিজদা করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।’^৮

এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্ট করা জরুরি। কুরআন সামগ্রিকভাবে নারীদের জন্য মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিলেও, মৌলিকভাবে তাদের ঘরে থাকাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। সুষ্ঠু সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূল হিসেবে সুন্দর পরিবার গঠনে তাদের অনবদ্য ভূমিকাকে গুরুত্বারোপ করেছে। তবে প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি; বরং এক্ষেত্রে কিছু পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছে।

মসজিদ আবাদের দায়িত্বে নারী

মৌলিকভাবে মসজিদ আবাদের অর্থ হচ্ছে, সালাতসহ বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদকে ধ্বনিত করা। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমেও মসজিদ আবাদ হয়ে থাকে। মসজিদকে অপরিচ্ছন্নতা ও ক্ষতিকর যাবতীয় জিনিস থেকে মুক্ত রাখাটাও আবাদের অংশ হতে পারে।^৯

মসজিদ আবাদ রাখার কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আবাদকারীর যোগ্যতার বিষয়টিকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَهَدِّينَ-

‘আল্লাহর মসজিদ আবাদ তো তারাই করবে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারা হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’^{১০}

^৭ নাভিন রেজা, উইমেন ইন দ্যা মস্ক : হিস্টরিকাল পার্সপেকটিভ অন সেগরেগেশন, দ্যা আমেরিকান জার্নাল অফ ইসলামিক সোশ্যাল সাইন্স, পৃ. ৮৩

^৮ সূরা আলে ইমরান : ৪২-৪৩

^৯ তানতাভি, মুহাম্মাদ সাইয়েদ, আত তাফসিরুল ওয়াসিত লিল কুরআনিল কারিম, খ. ১, পৃ. ১৯০৭

^{১০} সূরা তাওবা : ১৮

আয়াতে মসজিদ পরিচালক হওয়ার জন্য পাঁচটি যোগ্যতা থাকাকে শর্ত করা হয়েছে। যথা :

১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস,
২. পরকালের প্রতি বিশ্বাস,
৩. সালাত কায়েম করা,
৪. জাকাত আদায় করা এবং
৫. কেবল আল্লাহকে ভয় করা।^৯

আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে, কেবল তাওহিদে বিশ্বাসীরাই মসজিদের পরিচালক হতে পারবেন; মুশরিকরা নয়। ইসলাম আগমনের পূর্বে যুগ যুগ ধরে মক্কার মুশরিকরা পবিত্র কাবা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে আসছিল। বংশপরম্পরায় তারা এ দায়িত্ব পালন করত। কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণ, চাবি সংরক্ষণ, হাজিদের অভ্যর্থনা, পানি পান করানো ইত্যাদি কাজকে তারা গৌরবের কারণ মনে করত।

ইসলাম আগমনের পর তাদের সামনে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা হয়। বলা হয়তো, শিরকের ওপর অটল থেকে কাবাঘর ও হজের কার্যক্রম পরিচালনা করা কোনোভাবেই গৌরবের নয়; বরং মহান আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনে এসব কাজ আঞ্জাম দেওয়াটাই প্রকৃত গৌরবের ব্যাপার।

ইমাম কুরতুবি (রহ.) তাঁর তাফসিরগ্রন্থে বলেন—^{১০} বদর যুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের একটি বড়ো অংশ মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়। তাদের মধ্যে নবিজির চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবও ছিল। তারা শিরকের ওপর অটল থাকায় মুসলমানরা তাদের নিন্দা করছিলেন।

আলি (রা.) নিজের চাচা আব্বাসের নিন্দা করলেন। রাসূলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রতিবাদ জানালেন। এতে আব্বাস বললেন, তোমরা শুধু আমাদের মন্দ দিকগুলো উল্লেখ করছ। ভালো দিকগুলো কেন উল্লেখ করছ না? উপস্থিত একজন জিজ্ঞেস করল, তোমাদের ভালো দিকও আছে?

আব্বাস বললেন, অবশ্যই আছে। আমরা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ, আমরা মসজিদুল হারাম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করি। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করি। হাজিদের পানি পান করাই। গোলাম আজাদ করি। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নাজিল করেন—

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

^৯ সা'দি, আবদুর রহমান ইবনে নাসের, তাইসিরুল কারিমির রাহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান, তাহকিক : আবদুর রহমান ইবনে মু'আল্লা (বৈরুত : মু'আসসাযাতুর রিসালাহ, ২০০০ ইং), খ. ১, পৃ. ৩৩১

^{১০} কুরতুবি, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ, আল জমি লি আহকামিল কুরআন, তাহকিক : হিশাম সুমাইর আল বুখারি (রিয়াদ : দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩ ইং), খ. ৮, পৃ. ৯০

‘হাজিদের পানি পান করানো এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তোমরা কি তাদের পুণ্যের সমজ্ঞান করো, যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? আল্লাহর কাছে তারা সমান নয়। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।’^{১১}

মসজিদ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আল্লাহ রব্বুল আলামিন শুধু একশ্রেণির মানুষের জন্য হারাম করেছেন। আর তারা হলো, যারা শিরক অনুযায়ী জীবনযাপন করে।^{১২} আল্লাহ তায়ালা বলেন—

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ-

‘মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরি স্বীকার করে, তখন তারা আল্লাহর ঘর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে—এমন হতে পারে না। তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেছে। জাহান্নামেই তারা চিরস্থায়ী হবে।’^{১৩}

এখানে আল্লাহর ওপর বিশ্বাসকেই মসজিদ আবাদের মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সালাত কায়েম করে, জাকাত আদায় করে এবং আল্লাহকে ভয় করে, তারাই মসজিদ পরিচালনার কাজে সম্পৃক্ত থাকতে পারেন।

এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ করা হয়নি। ঈমানদার পুরুষের পাশাপাশি ঈমানদার নারীরাও মসজিদের নানা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকতে পারেন। যেহেতু মসজিদে সালাতের পাশাপাশি নানা ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান পালিত হয়। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা নারীদের জন্যও মসজিদকে উন্মুক্ত রেখেছেন।^{১৪}

সম্বোধনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষকে অন্তর্ভুক্তকরণ

প্রাচ্যবিদ ও নারীবাদীরা দাবি করে থাকে, ইসলাম একটি পুরুষতান্ত্রিক ধর্ম। আর কুরআন হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক ধর্মগ্রন্থ। এ দাবির সমর্থনে তাদের বক্তব্য হলো—কুরআন সব সময় পুরুষদের সম্বোধন করেই বক্তব্য দিয়েছে। নারীদের জন্য এ গ্রন্থে কোনো স্থান নেই।

মূলত আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণেই তারা এমন বক্তব্য দিয়ে থাকে। আরবি ভাষাবিদ সিবওয়াইহ (রহ.) বলেন—সাধারণভাবে সবাইকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে আরবরা পুরুষবাচক শব্দ ব্যবহার করত। উচ্চারণে সহজতার কারণেই তারা এ শব্দকে বাছাই করেছিল। এ

^{১১} সূরা তাওবা : ১৯

^{১২} খাদিরি, ড. ইবরাহিম ইবনে সালেহ, আহকামুল মাসাজিদি ফিশ শরিয়াতিল ইসলামিয়া (রিয়াদ : দারুল ফাদিলাহ, ২০০১ ইং), খ. ১, পৃ. ৭

^{১৩} সূরা তাওবা : ১৭

^{১৪} জালিন্দ, মুহাম্মাদ সাইয়েদ, আদ দাওরুস সিয়াসি ওয়াল ইজতিমায়ি লিল মারআ : রুইয়া ইসলামিয়াহ, পৃ. ৮

ছাড়াও পুরুষবাচক শব্দের মাঝে ব্যাপকতার অর্থ নিহিত আছে। আর তাই তা নারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।^{১৫}

আরব জনগোষ্ঠীর ওপর নাজিল হওয়ার কারণেই আল কুরআনে আরবদের ভাষা ও বর্ণনাতন্ত্র অনুসরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ-

‘আমি কুরআনকে আরবি ভাষায় নাজিল করেছি, যাতে তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারো।’^{১৬}

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ- نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ- عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ-

‘নিশ্চয়ই তা জগৎসমূহের রবের কাছ থেকে অবতীর্ণ। জিবরাইল তা নিয়ে নাজিল হয়েছেন। তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো। সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।’^{১৭}

সুতরাং আরবদের ভাষায় নাজিল হওয়ার কারণে কুরআন আরবদের মানহাজকেই অনুসরণ করেছে। নারী-পুরুষ সবাইকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে আরবরা যেমন পুরুষবাচক শব্দ ব্যবহার করত, কুরআনও তেমন পুরুষবাচক শব্দ ব্যবহার করেছে। যেন কুরআনের আহ্বান তাদের কাছে আপন মনে হয় এবং তারা সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়। উদাহরণ হিসেবে এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো—

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ-

‘হে আদমসন্তান! আমি তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়েছি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য এবং শোভা বর্ধনের জন্য। আর তাকওয়ার পোশাক হচ্ছে সর্বোত্তম পোশাক। এটি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।’^{১৮}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ-

^{১৫} সিবওয়াই, আমর ইবনে উসমান, আল কিতাব, তাহকিক : আবদুস সালাম হারুন (কায়রো : মাকতাবাহ আল খাজ্জি, ১৯৮৮ ইং), খ. ১, পৃ. ২২

^{১৬} সূরা ইউসুফ : ০২

^{১৭} সূরা শুআরা : ১৯২-১৯৫

^{১৮} সূরা আরাফ : ২৬

‘হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।’^{১৯}

আয়াত দুটিতে **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** এবং **يَا بَنِي آدَمَ** পুরুষবাচক সম্বোধন হলেও তা দ্বারা নারী-পুরুষ উভয়কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। পর্দা থেকে শুরু করে সবর ও সালাতের সম্বোধনেও পুরুষের সাথে নারীরা অন্তর্ভুক্ত। তবে আলাদাভাবে নারীদের উদ্দেশ্যে কোনো বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রেই কেবল নারীবাচক শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিজাব, ইদত পালন ইত্যাদি বিধানগুলোর কথা বলা যেতে পারে।^{২০}

সম্বোধনের ক্ষেত্রে কুরআনের এ মানহাজকে বিশ্লেষণ করে ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন—

قَدْ اسْتَفْرَفِي عُزْفِ الشَّارِعِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمَذْكُورَةَ بِصِيغَةِ الْمَذْكَرِ إِذَا أَطْلَقَتْ وَلَمْ تُقْتَرَنَ بِالْمُؤَنَّثِ فَإِنَّهَا تَتَنَاوَلُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ-

‘বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে শরিয়াহ প্রণেতার মানহাজ হচ্ছে, পুরুষবাচক শব্দ উল্লেখ করে নারীকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে; যতক্ষণ না নারীদের তা থেকে আলাদা করা হয়।’^{২১}

সুতরাং কুরআনের এ মানহাজকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। এখানে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইবাদত ও আমলে সালাহের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমানভাবে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকবে। আর এভাবেই তারা জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا-

‘পুরুষ ও নারীদের মধ্যে যারা মুমিন হয়ে সৎকাজ করবে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের ওপর সামান্যও জুলুম করা হবে না।’^{২২}

আয়াতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে; যদিও পুরুষবাচক শব্দের মাঝেই নারীরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এরপরও বিষয়বস্তুর গুরুত্ব এবং নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য আলাদাভাবে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে।^{২৩}

^{১৯} সূরা বাকারা : ১৫৩

^{২০} ইবনে আশুর, মুহাম্মাদ আত-তাহির ইবনে মুহাম্মাদ, আত-তাহিরির ওয়াত তানভির (বৈরুত : মু’আসসালাতু তারিখিল আরাবি, ২০০০ ইং), খ. ৪, পৃ. ২৬০

^{২১} ইবনুল কাইয়্যিম, মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর, ইলামুল মুআক্কিয়িন আন-রাব্বিল আলামিন, তাহকিক : মুহাম্মাদ আবদুস সালাম ইবরাহিম (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, ১৯৯১ ইং), খ. ১, পৃ. ৯২

^{২২} সূরা নিসা : ১২৪

^{২৩} তানতাবি, মুহাম্মাদ সাইয়েদ, আল তাফসিরুল ওয়াসিত লিল কুরআনিল কারিম, খ. ১, পৃ. ১০৮১

আবু বকর ইবনুল আরাবি (রহ.) বলেন—পর্দাসংক্রান্ত আল্লাহর নির্দেশ, **قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ** এর দ্বারা ঈমানদার নারী-পুরুষ সকলেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর এটিই হচ্ছে বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে কুরআনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি। উসুলে ফিকহের আলোচনায় এ নিয়ে আমরা বিশদ বিবরণ দিয়েছি।

পর্দার বিষয়টিতে মহান আল্লাহ নারীদের আলাদাভাবে সম্বোধন করে বলেছেন— **وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ** **يَغُضُّنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ**; এখানে গুরুত্বের কারণেই নারীদের আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।^{২৪}

রাসূল (সা.)-এর নারী সাহাবিগণ কুরআনের এ মানহাজ ভালোভাবেই জানতেন। তারপরও উম্মে সালামা (রা.) একদিন আপত্তি তুলে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কুরআন সব সময় পুরুষদের সম্বোধন করে যেভাবে বক্তব্য দেয়, আমাদের নারীদের সম্বোধন করে সেভাবে বক্তব্য দেয় না কেন?

উম্মে সালামা (রা.) বলেন—আমি এই আপত্তি করার কিছুক্ষণ পরেই রাসূল (সা.)-কে মসজিদের মিম্বরে তিলাওয়াত করতে শুনি—

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا-

‘মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যনিষ্ঠ পুরুষ ও সত্যনিষ্ঠ নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও রোজা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ সুরক্ষাকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ সুরক্ষাকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী; আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।’^{২৫,২৬}

আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইবনে আশুর (রহ.) বলেন—আয়াতে নারী ও পুরুষকে পাশাপাশি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে—ইসলামি শরিয়ার ব্যাপারে একটি মৌলিক ধারণা দেওয়া। আর তা হলো, এখানে বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্য করা হয় না। যেমনিভাবে পার্থক্য অতীতের শরিয়তে বিদ্যমান ছিল।

^{২৪} ইবনুল আরাবি, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আবু বকর, *আহকামুল কুরআন*, তাহকিক : মুহাম্মাদ আবদুল কাদের আতা (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, ২০০৩ ইং), খ. ৩, পৃ. ১৩৬৭।

^{২৫} সূরা আহজাব : ৩৫

^{২৬} আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবু আবদুল্লাহ আশ-শাইবানি, *মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল* : ২৬৫৭৫

কিছু ইসলামি শরিয়াহ উভয়কে সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তবে কোনো বিধান নির্দিষ্ট একশ্রেণির জন্য বিশেষায়িত হলে সেটি ভিন্ন ব্যাপার।^{২৭}

নারীদের মসজিদে গমনের বিষয়টিও সালাতের সাধারণ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। যেখানে নারী-পুরুষ উভয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে সালাত কায়েমের ব্যাপারে সকলকে মৌলিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন—

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَمَنُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ-

‘আমার বান্দাদের যারা ঈমান এনেছে, তাদের বলে দাও সালাত প্রতিষ্ঠা করতে, আর আমি তাদের যে জীবিকা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে—সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন কোনো বেচাকেনা ও বন্ধুত্ব থাকবে না।’^{২৮}

অন্য আয়াতে এসেছে—

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ-

‘তোমরা সালাত কায়েম করো এবং জাকাত দাও। আর সৎকাজের যা কিছু নিজের জন্য পূর্বে পাঠাবে, আল্লাহর কাছে তা পাবে। তোমরা যা কিছু করছ, নিশ্চয় আল্লাহ তা দেখছেন।’^{২৯}

অধিকাংশ মুফাসসির সালাত কায়েমের ব্যাখ্যায় বলেন—এর দ্বারা মূলত মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে সালাত আদায় করাকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।^{৩০} তারা এ বক্তব্যের পক্ষে দলিল হিসেবে নিচের আয়াতটি উল্লেখ করেন—

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ-

‘তোমরা সালাত কায়েম করো, জাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।’^{৩১}

এ আয়াত পুরুষদের মতো নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইতঃপূর্বে মরিয়ম (আ.)-কেও পুরুষদের সাথে জামাতে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছিল—

^{২৭} ইবনে আব্তর, মুহাম্মাদ আত-তাহির ইবনে মুহাম্মাদ, আত তাহিরির ওয়াত তানভির, খ. ২১, পৃ. ২৫০

^{২৮} সূরা ইবরাহিম : ৩১

^{২৯} সূরা বাকারা : ১১০

^{৩০} সাদি, আবদুর রহমান ইবনে নাসের, তাইসিরুল কারিমির রাহমান ফি তাফসিরি কালামিল মান্নান, খ. ১, পৃ. ৫০

^{৩১} সূরা বাকারা : ৪৩

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ-

‘হে মরিয়ম! তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও, সিজদা করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।’^{৩২}

মসজিদে সালাত আদায়ের ব্যাপারে কুরআনের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এতে পুরুষের সাথে নারীকেও সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে হাদিসের বর্ণনায় পারিবারিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের জন্য মসজিদের চেয়ে বাসস্থানে সালাত আদায়ের ব্যাপারে অধিক উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

ঘরে সালাত আদায়কে প্রাধান্য দেওয়া হলেও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মসজিদে গমনের পথকে তাদের জন্য রুদ্ধ করা হয়নি। কুরআনে এ বিষয়ক স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা না থাকায় সাধারণ অর্থে তাদের জন্য মসজিদে গমনের বিষয়টি অনুমোদিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কল্যাণকর কাজে নারী পুরুষের সহযোগী

নবি (সা.) প্রথম যেদিন তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন, সেদিন থেকেই বিরোধিতার সম্মুখীন হন। মক্কার মুশরিক নেতারা সেক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও, নারীরাও কোনোভাবে পিছিয়ে ছিল না। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল নবিজিকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে গালিগালাজ করত। যাতায়াতের পথে কাঁটা দিয়ে রাখত। এমনকি পাথর নিক্ষেপ করে সে নবিজিকে হত্যার চেষ্টাও করেছিল।^{৩৩}

তার ইসলাম-বিরোধিতার নিন্দা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَأَمَّا أَنتُ حَمَلَةَ الْحَطَبِ فِي جَيْدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ-

‘আর তার স্ত্রীও—যে কাঠ বহনকারিণী—তার গলায় বাঁধা থাকবে শক্ত পাকানো রশি।’^{৩৪}

মুসআব ইবনে উমাইর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার মা তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল।^{৩৫} সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.)-এর মা তিন দিন পর্যন্ত খাবার, পানীয় ও কথাবার্তা বন্ধ রেখেছিল।^{৩৬} এমনকি ইসলামকে থামিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় মুশরিক নারীরা বিভিন্ন যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিল।

^{৩২} সূরা আলে ইমরান : ৪৩

^{৩৩} শফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম (মিশর : দারুল গাদ আল জাদিদ, ২০১২ ইং), পৃ. ৯৫-৯৬।

^{৩৪} সূরা লাহাব : ০৪-০৫

^{৩৫} সাল্লাবি, আলি মুহাম্মাদ, আস সিরাতুন নববিয়াহ : আরদুন ওয়া ওয়াকায়ি’ ওয়া তাহলিলু আহদাস (লেবানন : দারুল মা’রিফাহ, ২০০৮ ইং), পৃ. ১৫৫

^{৩৬} প্রাগুক্ত, সাল্লাবি, পৃ. ১৫৪